ভক্তি রসরূপ যাজ্ঞসেনী, ডাকে তোমায় চিন্তামণি।
ভক্তি বিহীন দীন অশ্বিনী, বলে এস মুরারী।।

১৪৪ নং তাল-একতালা

আয়রে ও মন মত্ত করি।
আমরা দু'জন হয়ে সুজন, গুরুর চরণ তত্ত্ব করি।।
১। সংসার কানন, করিয়া দলন, যথা আছে গুরু করি অন্বেষণ।
পেলে দরশন জুড়াবি জীবন, শেষে প্রেমানন্দে নৃত্য করি।।
২। সংসার কাননে আর কতদিন রব,
যেথা আছে গুরু তথা মোরা যাব।
চরণ ভজিব, প্রেমেতে মজিব, নেচে নেচে দেখব ঐরূপ নয়ন ভরি।।
৩। যদি গুরু তোরে করে অরোহণ,
নিবে গুরু তোরে নিত্য বৃন্দাবন।
যথা শান্তি নিকেতন, শান্তি অনুক্ষণ,
সেথা রাস করে গুরু রাসবিহারী।।
৪। মহারাসে গুরু হয়ে রাসেশ্বর, রাসেশ্বরী ল'য়ে করে রাসবিহার।
মহারাস হেরিব, মহারাস করি'ব,
তথা মেতে রব প্রেমরস পান করি।।
৫। গুরু মহানন্দ লয়ে প্রেমরস, প্রেমসুধা দিয়ে, জগৎ করল বশ।
অশ্বিনী নীরস নিলিনা সে রস, তুই হলিনা রসের অধিকারী।।

১৪৫ নং তাল-রাগেটি

হাট কর মন সাধনগঞ্জ, মদনগঞ্জ যাস না ভুলে।
তবে প্রাপ্ত হবি সিদ্ধিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ যাবি চলে।।
১। মদনগঞ্জের এমনি অবিচার (হারে)
সে হাটে হয় কলি রাজার ছয় জন তশীলদার।
তারা ফাঁকি দিয়ে রং দেখায়ে, ধন কেড়ে লয় লাভে মূলে।।
২। নারায়ণগঞ্জ গেলে আমার মন,
(হারে) তার বামেতে লক্ষ্মীগঞ্জ পাবি দরশন।
কত যোগী ঋষি দিবানিশি, কাঁন্দে ঐ রূপ দেখব বলে।।

---

* গুরু – পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদের পুত্র শ্রীগুরুচাঁদ